স্বাগতম

নির্দেশনায় :

দিলরুবা আফরোজা

এম এস সি (আনন্দমোহন কলেজ)

সামাজিক বিজ্ঞান এর প্রাথমিক ধারণা

সমাজ,সামাজিকীকরণ,জাতি,জাতীয়তা,নাগরিক,সংবিধান,সম্পদ, সঞ্চয় ,ভোগ,পৌরবিজ্ঞান এর সাথে অর্থনীতিও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সর্ম্পক।

*সামাজিক বিজ্ঞান এর উল্লেখযোগ¨ বিষয়সমুহ:হলো–

পৌরবিজ্ঞান,রাষ্ট্রবিজ্ঞান,ধনবিজ্ঞান,সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র।

পৌরবিজ্ঞান এর সাথে র্অথনীতির সর্ম্পক

- 1.পৌরবিজ্ঞান ও র্অথনীতি উভয়েই সুষ্ঠু নাগরিক জীবন গঠনে সহায়ক।
- ২.পৌরবিজ্ঞান অর্থনীতি পরস্পর সম্পুরক ও সংযুক্ত বিষয় ।
- ৩.পৌরবিজ্ঞান ও র্অথনীতি পরস্পর পরিপুরক ও সহায়ক।

পৌরবিজ্ঞান এর সাথে রাষ্ট্র বিজ্ঞান এর সর্ম্পক:

1.অর্থগত দিক থেকে :

২.নিবিড় সর্ম্পক:

৩.দৃষ্টিভঙ্গির পাথক¨

৪.অধিকার এর দিক থেকে

৫.পরিধি ও বিষয়বস্তুগত পার্থক¨

Aims of society

১.নিশ্চয়তা

২.নিরাপত্তা

৩.সুবিচার

৪.ব¨ক্তিত্ব বিকাশ

৫.সহযোগিতা

৬.সচেতনতা

৭.অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার সহযোগিতা

৮.আর্ন্তজাতিক কল¨াণমূলক কাজ

সামাজিকীকরণ এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া

পরিবার

খেলার সাথী

ূধর্ম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সামাজিকীকরণ এ গণমাধ¨ম এর ভূমিকা–

সংবাদপত্র,বেতার,টেলিশন,চলচ্চিত্র

সম্পদ

- সম্পদ এর শ্রেণীবিভাগ:৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে –
- ১.ব¨ক্তিগদ সম্পদ২.সমষ্টিগত সম্পদ ৩.জাতীয় সম্পদ ৪.আর্ন্তজাতিক সম্পদ।
- সম্পদের বৈশিষ্ট–উপযোগ, অপ্রার্চুয¨,হস্তান্তরযোগ¨তা,বাহি¨কতা।
- *সমাজ বিকাশের ধাপ বা স্তর বা প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমুহ:
- ১.পরিবার
- ২.গোষ্ঠী
- ৩.উপজাতি
- ৪.র্ধম
- ৫.সামাজিক রাজনৈতিক ও র্অথনৈতিক চেতনা।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

মুল¨ ও দাম

নাগরিক নাগরিকতা সংবিধান–

৪টি ভাগ –ক.ভিত্তি খ.শ্রেণীবিভাগ

ক. ২ ভাগ –১.বিধিবদ্বকরণ ক.লিখিত খ.অলিখিত

২.সংশোধনী প্রক্রিয়া–ক.সুপরিবর্তনীয় খ.দুষ্পরির্বতনিয

WELCOME TO THE PRESENTAION

SUBJECT: SOCIAL SCIENCE

SUBJECT CODE: 25811

TEACHER INFORMATION

MD. NAZRUL ISLAM
R.S DEPARTMENT
Social Science
25811

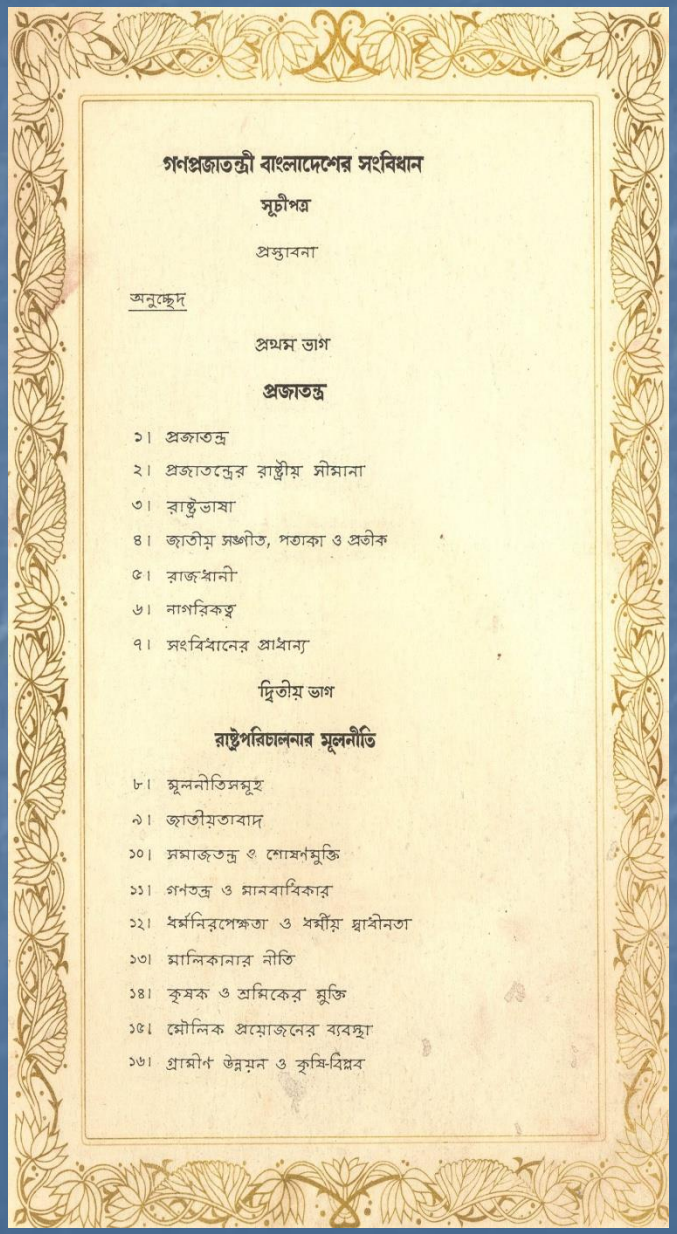

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

অনুচ্ছেদ

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

১। প্রজাতন্ত্র
২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা
৩। রাষ্ট্রভাষা
৪। জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক
৫। রাজধানী
৬। নাগরিকত্ব
৭। সংবিধানের প্রাধান্য

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি

৮। মূলনীতিসমূহ
৯। জাতীয়তাবাদ
১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৩। মালিকানার নীতি
১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা
১৬। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি-বিপ্লব

বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এটি একটি লিখিত দলিল। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এই সংবিধান গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী হতে এটি কার্যকর হয়। এটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বিদ্যমান।
তবে ইংরেজি ও বাংলার মধ্যে অর্থগত বিরোধ দৃশ্যমান হলে বাংলা রূপ অনুসরণীয় হবে।

য়নের ইতিহাস

- সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। তারা হলেন ড. কামাল হোসেন (ঢাকা-৯, জাতীয় পরিষদ), মো. লুৎফর রহমান (রংপুর-৪, জাতীয় পরিষদ),অধ্যাপক আবু সাইয়িদ(সর্বকনিষ্ঠ সদস্য)(পাবনা-৫, জাতীয় পরিষদ), এম আবদুর রহিম (দিনাজপুর-৭, প্রাদেশিক পরিষদ), এম আমীর-উল

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

- লিখিত সংবিধান
- অলিখিত সংবিধান

বিধিবদ্ধকরণ

- সুপরিবর্তনীয় সংবিধান
- দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

সংশোধনী প্রক্রিয়া

জাতি
মুজিব

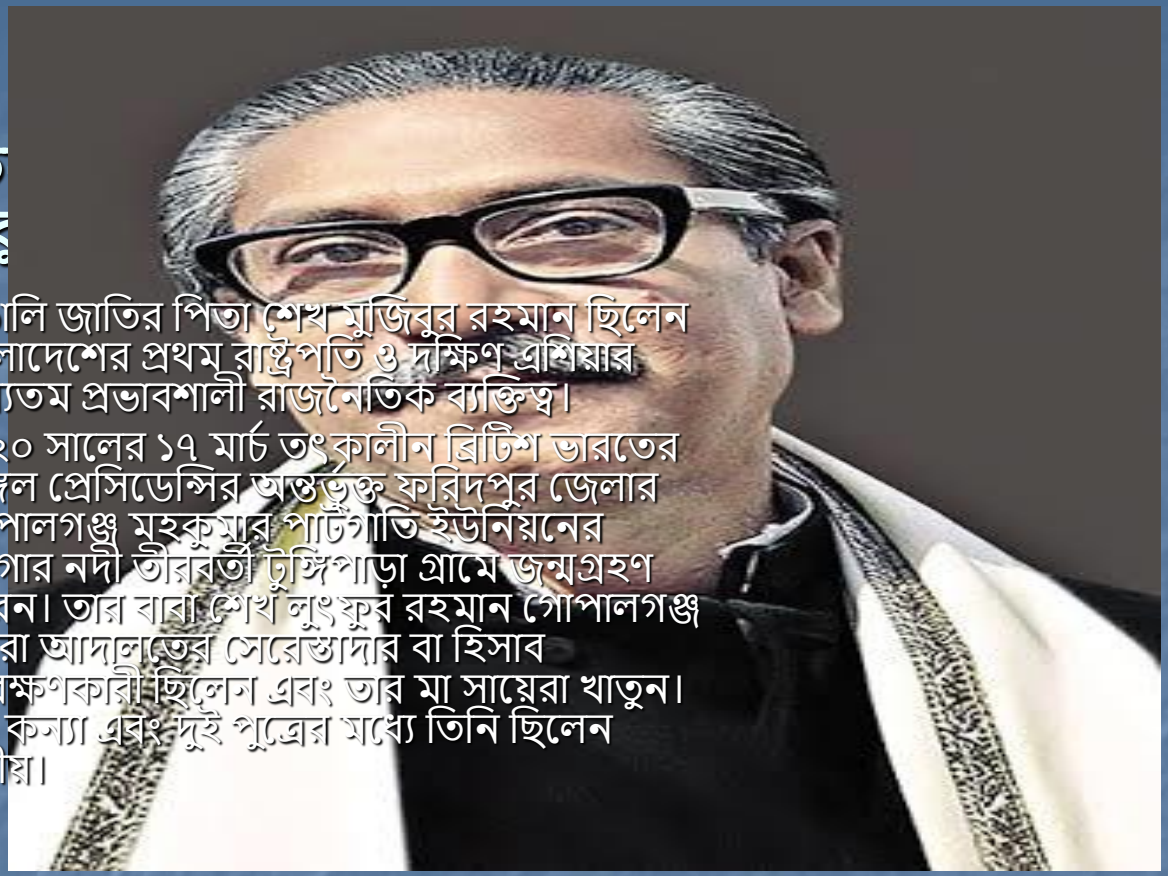

- বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।
- ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগার নদী তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার বা হিসাব সংরক্ষণকারী ছিলেন এবং তার মা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরও কিছু কথা

- ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ডাক দেন।
- এ দিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা ঘোষণা করেন—'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।' একাত্তরের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর এই উদ্দীপ্ত ঘোষণায় বাঙালি জাতি পেয়ে যায় স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা। এর পরই দেশের মুক্তিকামী মানুষ ঘরে ঘরে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

সাতই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য

- ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। আজ থেকে ৫২ বছর আগে ১৯৭১ সালের এ তারিখে পদ্মা-মেঘনা-যমুনাবিধৌত এতদঞ্চলের মানুষ একটি ভাষণ শুনেছিল। যে মানুষটি '৪৮ থেকে শুরু করে '৭১ পর্যন্ত সময়ে ধাপে ধাপে সেই মহাজাগরণের ডাকটি দেওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করেছেন ইতিহাসের সমান্তরালে আর দেশের মানুষকে প্রস্তুত করেছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এক মহাজাগরণে শামিল হয়ে ইতিহাসে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সময় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ঝাঁপিয়ে পড়তে; তিনিই হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উদ্বেলিত মহাসমাবেশে বলিষ্ঠ কণ্ঠে যে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, তা বাঙালি জাতির ইতিহাসে

ধন্যবাদ
সকলকে